64

দৈনিক বাংলা

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 13 FEB 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

## জাতীয় সংসদে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত

# শিক্ষাঙ্গন অস্ত্রমুক্ত করার প্রস্তাব পাস

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল জাতীয় সংসদে বেসরকারী সদস্য দিবসে বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অস্ত্রের রাজনীতি বন্ধ করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে একটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য জনাব আসাদুজ্জামান এই সিদ্ধান্ত প্রস্তাব বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেন।

সংসদে সরকার পক্ষ ও বিরোধী দল মিলে এই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, ডেপুটি স্পীকার জনাব এম কোরবান আলী ও উপপ্রধানমন্ত্রী জনাব মওদুদ আহমদ মৌলিক জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার এক অনন্য দৃষ্টান্ত ও জাতীয় রাজনীতিতে এক শুভ পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেন।

গতকাল ছিল চলতি অধিবেশনের দ্বিতীয় বেসরকারী সদস্য দিবস। প্রথম বেসরকারী সদস্য দিবসে বিরোধী দলীয় সদস্যের এই প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য গৃহীত হয়।

সংসদে এই সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সমর্থন করে বিশ্ববিদ্যালয়সহ

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

তারিখ 13 FEB 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

## শিক্ষাঙ্গন অস্ত্রমুক্ত

( প্রথম পৃঃ পর )

সকল শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের রাজনীতি বন্ধ করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানিয়ে সংসদ নেতা জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, বিরোধীদল নেত্রী শেখ হাসিনা, উপপ্রধানমন্ত্রী জনাব মওদুদ আহমদ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপপ্রধানমন্ত্রী ডাঃ এম এ মতিন, শিক্ষামন্ত্রী জনাব মাহবুবুর রহমান ও প্রস্তাবের উত্থাপক জনাব আসাদুজ্জামান সহ মোট ১৩ জন বক্তব্য রাখেন। অন্যান্য যারা বক্তৃতা করেন তাঁরা হচ্ছেন সর্বজনাব কামরুজ্জামান (আঃ লীগ), তোফায়েল আহমদ (আঃ লীগ), সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত (এনএপি), আয়েনউদ্দিন আহমেদ (এমএল), অধ্যাপক মুজিবর রহমান (জামায়াতে ইসলামী), আ স ম আবদুর রব (জাসদ) ও মীর্জা সুলতান রাজা (জাসদ)।

**মিজানুর রহমান**

সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন, আমরা শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের রাজনীতি চাই না। ভবিষ্যৎ বংশধরদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার পবিত্র অঙ্গনে শান্তিময় স্থিতিশীল পরিবেশ চাই।

তিনি বলেন, ৬০-এর দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্রের রাজনীতির সূচনা। বিরোধীদলীয়দের সমালোচনার জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার থেকে ছাত্রদের কোন অস্ত্র সরবরাহ করা হয় না। কোন অস্ত্রধারী গ্রেফতার হলে সরকার থেকে তাদের ছেড়ে দেয়া হয় না। আদালত থেকে জামিনে তারা ছাড়া পেয়ে যায়।

অস্ত্রধারী যে দলেরই হোক, তাকে গ্রেফতার, আটক রাখা ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে দলমত নির্বিশেষে সকলকে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য তিনি আহবান জানান। জনাব মিজান চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশে প্রথম সামরিক শাসন জারি করেন আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক।

**শেখ হাসিনা**

বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করার আগে জাতীয় রাজনীতিকে অস্ত্রমুক্ত করার এবং অস্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়া বন্ধ করার আহবান জানান। তিনি বলেন, জাতীয় জীবন অস্ত্রের রাজনীতিমুক্ত করতে না পারলে বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রের রাজনীতিমুক্ত করা সম্ভব হবে না।

তিনি আরো বলেন, অস্ত্র দেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করবে, না রাজনীতি অস্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করবে; জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে ক্ষমতায় আরোহণ না সামরিক আইন জারির মাধ্যমে ক্ষমতা দখল—এইসব মৌলিক প্রশ্নের চিরতরে সুরাহা করতে হবে।

শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাসময়ে শিক্ষাসমাপন, শিক্ষা শেষে চাকরির নিশ্চয়তা, ক্ষমতাসীন সরকার কর্তৃক অস্ত্রধারীদের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান বন্ধ করা ইত্যাদি সুপারিশ করেন।

**মওদুদ আহমদ**

উপপ্রধানমন্ত্রী জনাব মওদুদ আহমদ ৭৩-এর সেপ্টেম্বরে ঢাকসু নির্বাচনে ক্ষমতাসীন সরকারের ছাত্র সংগঠনের অস্ত্রের মুখে ব্যালট বাকস ছিনতাই, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বিভিন্ন হত্যাকান্ডের উল্লেখ করে বলেন যে এসব হত্যাকান্ডের বিচার হয়নি। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলি ছাত্র সমাজকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারেনি। কোন না কোন দলের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে অস্ত্র প্রবেশ করেছে।

শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের রাজনীতি বন্ধের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করায় সন্তোষ প্রকাশ করে তিনি অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ, আবাসিক হল থেকে অছাত্র ও বহিরাগতদের বহিষ্কার, অস্ত্রধারীদেরকে সকল দল কর্তৃক অবাঞ্ছিত ঘোষণা ও ধিক্কার প্রদান ইত্যাদি প্রশ্নে মতৈক্যের আহবান জানান। শহীদ মিনারের পবিত্রতা রক্ষার জন্যও তিনি সকলের প্রতি আহবান জানান।

**এম এ মতিন**

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত উপপ্রধানমন্ত্রী ডাঃ এম এ মতিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের ঝনঝনানীর বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলেন যে, বিরোধীদলগুলি সহযোগিতা করলে শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করা সম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয়ের হল থেকে অস্ত্র উদ্ধার ও অস্ত্রধারীদের গ্রেফতার করা হলে বিরোধী দলীয়রা তার বিরোধীতা করেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পুলিশ নিয়োগের ব্যাপারে রাজনৈতিক দল ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা কামনা করেন।

**মাহবুবুর রহমান**

শিক্ষামন্ত্রী জনাব মাহবুবুর রহমান শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করার ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের আগ্রহের উল্লেখ করে বলেন, শিক্ষাঙ্গন অস্ত্রমুক্ত করার ব্যাপারে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস বোমা তৈরির কারখানা হতে পারে না।

**আসাদুজ্জামান**

প্রস্তাবের উত্থাপক জনাব আসাদুজ্জামান শিক্ষাঙ্গন অস্ত্রমুক্ত করার ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে ব্যর্থতার অভিযোগ করেন এবং একারণে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী করেন। অস্ত্রের রাজনীতি বন্ধের পরিবর্তে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের কথা বলার তিনি সমালোচনা করেন।

**আ স ম রব**

জনাব আ স ম আবদুর রব বলেন যে স্বাধীন বাংলাদেশে ৭২ থেকে শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের রাজনীতির সূচনা হয়। ক্ষমতা দখলের জন্য কিংবা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ছাত্রদের ব্যবহার না করতে তিনি আহবান জানান।

**সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত**

শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত শিক্ষাঙ্গন অস্ত্রমুক্ত করার লক্ষ্যে জাতীয় রাজনীতি অস্ত্রমুক্ত করার আহবান জানান।

সামরিক আইনে শিক্ষাঙ্গনের অস্ত্রধারীদের গ্রেফতারের পরিবর্তে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতারের তিনি সমালোচনা করেন।

সংসদ আগামী রোববার বিকেল সাড়ে ৪টায় আবার বসবে।